গণপতি-তত্ত্ব এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গণপতি প্রসঙ্গ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে

পিএইচ.ডি. উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভের

সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

সৌম্যদীপ বসু

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক অনন্যা বড়ুয়া

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০ ০৩২

২০২৩

প্রস্তাবনা

স্মার্ত হিন্দুধর্মের 'পঞ্চোপাসনা'-য় নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ আকারাত্মক 'পঞ্চদেবতা'-র (গণেশ, সূর্য, শিব, বিষ্ণু, শক্তি) উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত। এই দেবতা-পঞ্চকের নামানুসারে এঁদের পূজক সম্প্রদায় যথাক্রমে 'গাণপত্য', 'সৌর', 'শৈব', 'বৈষ্ণব' এবং 'শাক্ত' নামে চিহ্নিত। লক্ষণীয়, 'পঞ্চোপাসনা'-র বৃত্তে 'সৌর', 'শৈব' 'বৈষ্ণব' ও 'শাক্ত' সম্প্রদায় এবং সংশ্লিষ্ট দেবতাদের উপাসনা বিদ্যায়তনিক স্তরে নানাভাবে চর্চিত। তবে গণপতি কেন্দ্রিক তত্ত্বভাবনা এবং বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যান্য প্রকরণে গণপতির অবস্থান নির্ণয় এই প্রসঙ্গে একটি ম্লান-আলোকিত ক্ষেত্র। সর্বভারতীয় গাণপত্য সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গদেশীয় গণেশ কাল্‌টের চরিত্রগত পার্থক্য বিস্তর। বাংলায় গাণপত্য একটি non-sectarian cult হিসেবে গৃহীত। ধর্মতত্ত্বগতভাবে এখানে গণেশকে প্রথম থেকেই অন্যান্য প্রভাবশালী দেবতাদের সঙ্গে আসন সমঝোতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। বঙ্গদেশে গজানন গণেশের প্রবেশ এবং প্রতিষ্ঠালাভের এই ইতিহাসকে আমরা তিনদিক থেকে বুঝতে চেয়েছি। প্রথমত বঙ্গীয় অভিলেখ বা মূর্তিলেখ প্রমাণের ভিত্তিতে, দ্বিতীয়ত মূর্তি বা স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রমাণের ভিত্তিতে এবং তৃতীয়ত সাহিত্যিক প্রমাণের ওপর নির্ভর করে। এই জাতীয় পুরাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিক উপাদানের সাহায্যে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বঙ্গদেশীয় গণেশ কাল্‌টের চিহ্নগুলিকে শনাক্ত করা সম্ভব। বর্তমান বাংলায় গাণপত্য সংস্কৃতি একটি ক্ষয়িষ্ণু পরম্পরা হলেও আদিপর্বের অখণ্ড বঙ্গে গণপতি উপাসনার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। 'বিঘ্নকর্তা'-রূপে নয়, বরং সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে 'সিদ্ধিদাতা' এবং 'বিঘ্নবিনাশক' হিসেবে গণপতির যে প্রতিষ্ঠা গুপ্তযুগ থেকেই ঘটেছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পৌরাণিক গণেশ বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতিতে ক্রমে গুরুত্বলাভ করেছেন। যদিও প্রাচীন বঙ্গে প্রথম পর্বেই তিনি আদিপূজ্য হননি। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে গণেশের অসংখ্য একক মূর্তি পাওয়া গেলেও তত্ত্বগতভাবে তিনি শিব, বিষ্ণু এবং শক্তির প্রভাবাধীন ছিলেন। স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাসনায় প্রথম পূজ্যরূপে সুপ্রতিষ্ঠ হতে তাঁকে অন্তত পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। স্মার্তপ্রবর রঘুনন্দনের বিধানেই গণেশ প্রথম পঞ্চায়তন পূজায় আদিদেবের মর্যাদা লাভ করে। গণেশ চতুর্থীর হালফিলের কার্যক্রমে সূক্ষ্মভাবে ধর্ম-রাজনৈতিক propaganda কাজ করলেও বঙ্গদেশের ধর্ম-পরম্পরায় একে নেহাতই অনৈতিহাসিক বলা যাবে না। পুরাণাদি শাস্ত্র থেকে পুরোহিত দর্পণ, রঘুনন্দনের *তিথিতত্ত্ব* থেকে গোবিন্দানন্দের *বর্ষক্রিয়াকৌমুদী*— চতুর্থীর বিধিবদ্ধ উল্লেখ শাস্ত্র ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে। তবে সামাজিক ক্ষেত্রে সেই উপলক্ষে উৎসব বা সমারোহের তেমন ঘটা, তার অন্তত স্পষ্ট কোনও ইতিহাসভিত্তি আমাদের চোখে পড়েনি।

সেই অর্থে গণেশের এককত্বের উদ্‌যাপন বা আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের ক্ষেত্র বঙ্গদেশে একপ্রকার সীমিত-ই বলা চলে। চতুর্থীর প্রসঙ্গটুকু বাদ দিলে হিন্দু বাঙালির ধর্মজীবনে দু'বার মাত্র তাঁর দেখা মেলে, একবার পয়লা বৈশাখে লক্ষ্মীর সঙ্গে, আরেকবার শারদীয় দুর্গোৎসবে দুর্গা পরিবারের মধ্যে। দুটি ক্ষেত্রেই গণেশ পার্শ্বদেবতায় পরিণত। যদিও প্রাত্যহিক পূজাবিধিতে অথবা অন্য যে কোনও দেবতার পূজায় গণেশার্চনা প্রথমেই বিধেয়। ঠিক এখানেই গণেশ প্রতিস্পর্ধী অন্যান্য ধর্মকাল্‌টের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়যুক্ত হয়েছে। সামূহিক ধর্মচর্যায় বিঘ্নবিনাশক সিদ্ধিদাতার প্রথম স্থানীয় হওয়াটা কোনওভাবেই আটকানো যায়নি। শিব-বিষ্ণু-শক্তির মতো সম্প্রদায়গত বিস্তার হয়তো গণেশকে ঘিরে ঘটেনি, কিন্তু কি স্মার্তমার্গ, কি কৌলমার্গ— সর্বত্রই তিনি সুবিদিত, তাঁকে এড়ানো শক্ত। শিব বা বিষ্ণুর দ্বিতীয় মূর্তি, বিষ্ণু বা শিবাত্মজ কিংবা গৌরীপুত্র, পরিচয় যাই হোক, ব্রাহ্মণের বাচনে 'গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্য নমঃ' দিয়েই হিন্দু বাঙালির পূজার্চনার শুরু। যে কোনও শুভারম্ভের মুহূর্তে বুদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং সাফল্য লাভের কামনায় বিঘ্নবিনায়কের অর্চনা অবশ্য কর্তব্য। নিহিতার্থে এই অগ্রমুখ্যতাই বাংলার ধর্ম-সামাজিক প্রেক্ষিতে গজানন গণেশের প্রতিষ্ঠার সূচক।

গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে গণেশের অনিবার্যতা কেবল ধর্মীয় ঐতিহ্যেই আটকে থাকেনি, বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার অন্দরেও তাঁর অবাধ যাতায়াত। সাহিত্য-সংরূপে তো বটেই; চিত্রকলায়, লোকনৃত্যে, এমনকী লোকশিল্পের বিভিন্ন উপকরণেও গণেশের অনায়াস উপস্থাপনা চোখে পড়ে। দেহসৌষ্ঠবের চমৎকারিত্বই হোক বা ভোজনপটুতা, সুরলোকের আঙিনাই হোক বা ব্যবসার কারবারি বুদ্ধি— গণেশের ভাবমূর্তির সঙ্গে বাঙালির আবেগের একটা সহজ সেতুবন্ধন হয়েই যায়। স্থূলত্বের ভার ডিঙিয়েও এক দেবতা বাঙালির নন্দনলোকে স্থায়ী আসন পেতে বসেন। নিরন্তর ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে তাঁর দেহকাণ্ড হয়ে ওঠে শিল্পের সামগ্রী। বিদ্যাক্ষেত্র, শক্তিক্ষেত্র বা অর্থক্ষেত্র— সর্বত্রই প্রতিপক্ষতার পাহাড় ডিঙিয়ে সিদ্ধিদানের দরজায় অনড় অধিকার কায়েম করতে হয়েছে তাঁকে। কোথায় নেই তিনি? হয়েছে সে সর্বত্রগামী। কারণ বিশেষতায় নয়, নির্বিশেষের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া সম্ভব। গণপতিত্বের গুণে সমষ্টির মধ্যেই সিদ্ধিদাতার পূর্ণপ্রতিষ্ঠা। এক যেখানে বহুতে গিয়ে মেশে, সেই বহুর ভিড়েই একতম 'গণেশ' রয়ে যান। বর্তমান গবেষণাপত্রে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে গণেশ কাল্‌টকে কেন্দ্র করে এই সমস্ত বহুমাত্রিকতা খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য এবং গবেষণা-সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ

ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে গণপতি-তত্ত্বের প্রাথমিক রূপরেখা প্রস্তুত করে বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির নানা প্রকরণে গণেশের বহুবিচিত্র ভূমিকা ও উপস্থাপনার একটি সামগ্রিক চিত্রনির্মাণ বর্তমান অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষত বঙ্গদেশীয় ধর্ম-সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণপতি প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্বভাবতই এই ধরনের বোঝাপড়া চলাকালীন যে যে প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল দানা বেঁধেছে এবং গবেষণার বিষয়বস্তুর মধ্যে যথাসম্ভব চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলি নিচে পেশ করা হল।

১। স্মার্ত হিন্দুর ধর্মজীবনে গণপতি বা গণেশ আদিপূজ্য দেবতা। বিশেষত 'পঞ্চোপাসনা'-র ধারায় গণপতি এবং তাঁর একভক্ত সম্প্রদায় হিসেবে গাণপত্যের ভারতব্যাপী একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। এই গজানন গণেশের দেবত্বের বিকাশ ভারতীয় ধর্মপ্রস্থানে ঠিক কোন সময় থেকে লক্ষ করা যায়?

২। খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে ধারাবাহিকভাবে মুখ্যত সংস্কৃত পুরাণাদির সূত্রে শিবপুত্র বা গৌরীপুত্ররূপে যে গজমুখ গণপতির ক্রমবিকাশ ঘটছিল, পুরাণ-পূর্ব যুগের বৈদিক ঐতিহ্য বা প্রাগার্য ঐতিহ্যের মধ্যে কি তাঁর কোনও জড় বা উৎসমূল রয়ে গেছে?

৩। পূর্বপক্ষীয় গবেষকদের অনেকেই 'গণপতি' নামটির সূত্রে বৈদিক ঐতিহ্য ধরে যতখানি পিছিয়েছেন, তাতে তাঁরা 'গণপতি'-র আদিকল্প হিসেবে বেদোক্ত 'ব্রহ্মণস্পতি'(বৃহস্পতি), মরুৎগণের অধিপতি 'রুদ্র-শিব', 'ইন্দ্র' এবং 'সূর্য'-কে চিহ্নিত করেছেন। একথা ঠিক যে, 'গণপতি'-পদবাচ্য এইসব বৈদিক দেবতার সঙ্গে পৌরাণিক হস্তীমুখ গণপতির চারিত্রলক্ষণ বা ভাবসাদৃশ্য অনেকখানি। তবে আমাদের বিচারে পুরাণের এই প্রথমপূজ্য গণপতির রূপ এবং ভূমিকার বৈদিক archetype হিসেবে যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করা যায় ভূলোকপতি (পৃথিবীস্থানের দেবতা) এবং জীবগণের অধিপতি অগ্নিকে। এখন প্রশ্ন হল, ঠিক কোন কোন বৈশিষ্ট্যে শ্রুতির অগ্নি এবং পুরাণের গণেশ সমানধর্মা হয়ে উঠেছেন? অথবা, দেবতত্ত্বের বিবর্তনে বৈদিক অগ্নি কীভাবে, কোন যুক্তিতে পৌরাণিক গণেশের পূর্বমুখ হয়ে উঠতে পারেন?

৪। প্রাগার্য সংস্কৃতির অন্তর্গত 'হস্তীদেবতা'-র ধারণা, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে (*মৈত্রায়ণী সংহিতা, তৈত্তিরীয় আরণ্যক*) প্রাপ্ত একাধিক theri-anthropomorphic deity-র ('হস্তীমুখ', 'দন্তী' 'বক্রতুণ্ড' প্রভৃতি) ধারণা এবং

সূত্রসাহিত্যের (*মানবগৃহ্যসূত্র*) বহুবচনান্ত বিঘ্নকর 'বিনায়ক' থেকে প্রাক-মহাকাব্য যুগের স্মৃতি-সংহিতার স্তরে (*যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*) রুদ্র ও ব্রহ্মার দ্বারা এক গণাধিপত্যে নিযুক্ত ও malevolent থেকে benevolent স্তরে ক্রমোত্তীর্ণ 'বিনায়ক' কীভাবে বেদবাহিত 'গণপতি'-তত্ত্বের সঙ্গে যোগবন্ধনের মধ্য দিয়ে পুরাণের হস্তীমুখ গণপতি বিনায়ক হিসেবে পরিচিত হয়েছেন?

৫। ভারতীয় সংস্কৃত পুরাণকথায় গণেশের জন্ম, বাল্যলীলা, বিবাহ, কর্মকৃতিত্ব এবং মাহাত্ম্য কীরূপে বর্ণিত হয়েছে?

৬। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে কেবল পুরাণাদি শাস্ত্রেই নয়, মূর্তি তথা স্থাপত্য-ভাস্কর্যে এবং ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে গজানন গণেশের প্রসঙ্গ কীভাবে চর্চিত হয়েছে?

৭। *গণেশপুরাণ*, *মুদ্গলপুরাণ* এবং *গণপত্যথর্বশীর্ষ* শীর্ষক গণেশকেন্দ্রিক শাস্ত্রগ্রন্থে গাণপত্য কুলদেবতা কোন কোন বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হয়ে উপস্থাপিত হয়েছেন?

৮। গণেশের একাত্মিকী উপাসনার ধারক-বাহক হিসেবে গাণপত্য সম্প্রদায় কোন সময় থেকে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন? গাণপত্যের বিভিন্ন কুল বা শাখা সম্প্রদায়গুলিতে গণপতি কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন?

৯। বৌদ্ধধর্মে গণপতি-বিনায়কের পরিগ্রহণ কীভাবে ঘটেছে?

১০। বঙ্গীয় ধর্ম-পরম্পরায় ঠিক কোন সময় থেকে গণপতির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে? এক্ষেত্রে অভিলেখ বা মূর্তিলেখ-প্রমাণ হিসেবে কোন কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রের হদিশ পাওয়া যায়?

১১। বঙ্গদেশে পুরাণসাহিত্যে গণপতির অবতারণার বিশেষত্বগুলিকে কোন কোন দিক থেকে চিহ্নিত করা সম্ভব? এক্ষেত্রে গণেশকেন্দ্রিক আখ্যানগুলির উপস্থাপনায় সর্বভারতীয় পুরাণ-পরম্পরা থেকে স্বতন্ত্র কোনও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে কী?

১২। গাণপত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে 'বাল গণপতি' বা 'সন্তান গণপতি'-র ধারাটি পরবর্তী সময়ে সাধারণ্যে popular হলেও প্রাচীন বঙ্গে কি 'বীর গণপতি'-র কোনও সমান্তরাল ধারা পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল?

১৩। বঙ্গদেশে পৌরাণিক সূত্রে গণপতি কী কেবলমাত্র মাতৃকাপ্রকৃতিরই প্রভাবাধীন, নাকি পিতৃপ্রতিম পুরুষদেবতার (শিব এবং বিষ্ণু) সঙ্গেও অন্বিত? বিষ্ণু ও শিবাত্মজ হিসেবে বলবীর্যবান গণপতির যে স্বতন্ত্র নির্মাণ ক্ষেত্রবিশেষে বঙ্গীয় পুরাণকথায় ঘটেছে, তার ভিত্তিতে গণেশ কাল্‌টের স্বরূপ নির্ণয়ে অন্য কোনও সম্ভাবনার হদিশ পাওয়া যায় কী?

১৪। একাদশ-দ্বাদশ শতকের সংস্কৃত কোষকাব্যে বিভিন্ন কবিদের রচনায় গণপতি কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছেন?

১৫। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বৃহৎবঙ্গে প্রাপ্ত গণেশ মূর্তিগুলিতে (একক মূর্তি অথবা অন্য দেবতার সঙ্গে অবস্থানরত) কোন কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়?

১৬। প্রাচীন-মধ্যযুগের বঙ্গদেশে তন্ত্রমার্গে গণপতির প্রতিষ্ঠা কীভাবে সম্ভব হয়েছিল? বৌদ্ধ তন্ত্র, শৈব তন্ত্র এবং শাক্ত তন্ত্রের অন্তর্গত হয়ে মূল স্মার্ত ধারার সমান্তরালে গণপতির যে তান্ত্রিকী ধারা বঙ্গদেশে বিস্তৃত হয়েছিল, তার স্বরূপ কীরকম ছিল?

১৭। স্মার্ত হিন্দুর ‘পঞ্চোপাসনা’-য় গণেশের প্রথম পূজ্যের পদলাভ কি আদৌ প্রাচীন বঙ্গদেশে সম্ভব হয়েছিল? নাকি পঞ্চদেবতার আদিদেব হয়ে উঠতে তাঁকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে?

১৮। গণেশ বঙ্গীয় পুরাণের আখ্যানে প্রথম পূজ্যের স্থানলাভ করলেও স্মৃতিনির্ভর হিন্দু বাঙালির ধর্মাচারে রঘুনন্দন-পূর্ব যুগে অগ্নিই প্রথম দেবতা ছিলেন। গাঙ্গেয় সমভূমিতে হিন্দু বাঙালির আইডেনটিটির অন্যতম রূপকার রঘুনন্দন কীভাবে এবং কেন শ্রুতির অগ্নিকে (ব্রহ্মার দ্বারা সম্ভবপর নয় বলে) গণেশের মাধ্যমে ব্যবস্থিত করলেন?

১৯। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রধান কোন তিনটি প্রকরণে গণপতি প্রসঙ্গ চর্চিত হয়েছে?

২০। অনুবাদ কাব্যের ধারায় গণপতির উপস্থাপনের মধ্যে কোন কোন দিক প্রাধান্য পেয়েছে?

২১। পঞ্চদশ শতকে কোন মঙ্গলগীতের বন্দনায় গণেশকে আদিদেবরূপে প্রথম পাওয়া গেছে?

২২। মঙ্গলগীতের গণেশ বন্দনাগুলি সর্বভারতীয় পুরাণ-সংস্কৃতির সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এগিয়েছে? গণেশের তন্ত্রোক্ত ধ্যানের নানা অনুষঙ্গও কেমনভাবে এই জাতীয় বন্দনায় ফুটে উঠেছে?

২৩। বন্দনাংশে গণেশের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কীভাবে তাঁর বালরূপ এবং ঐশ্বর্যরূপ একাধারে গুরুত্ব পেয়েছে? বন্দনা অংশ থেকে গণেশের দেহরূপের বর্ণনা, বাহন ও আয়ুধাদির পরিচয়, মাতা-পিতার উল্লেখ, কার্তিকের সঙ্গে

সম্পর্ক এবং দেবমণ্ডলে গণেশের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের দিকগুলি কীভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে?

২৪। Archetypal Criticism-এর ভিত্তিতে অগ্নি থেকে ব্রহ্মা হয়ে গণেশ পর্যন্ত দেবতত্ত্বের যে বিবর্তন বর্তমান গবেষণায় প্রস্তাব করা হয়েছে, বঙ্গদেশের ধর্মসংস্কৃতিতে এর প্রত্যক্ষতা সবচেয়ে বেশি টের পাওয়া যায়। রামেশ্বরের *শিবসঙ্কীর্তন কাব্য*-এর গণেশ বন্দনায় কীভাবে ব্রহ্মার সঙ্গে গণেশের এই অন্তর্লীন সম্পর্কসূত্রটি ধরা পড়েছে?

২৫। বঙ্গদেশে কোন কোন গণেশকেন্দ্রিক ব্রতাচার এবং পূজা-পার্বণের হদিশ পাওয়া যায়? বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে গণেশ কীভাবে অর্চিত হন? বাংলার একমাত্র গণেশ মন্দির কোথায় অবস্থিত?

২৬। অষ্টাদশ শতকে বা উনিশ শতকের প্রথমভাগে শাক্তপদাবলীতে মেনকা-উমার বাৎসল্য-প্রতিবাৎসলের সমান্তরালে গৌরী-গণেশের সম্পর্কের উপস্থাপনায় কোন কোন বিশেষ দিক ফুটে উঠেছে?

২৭। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোন কোন সংরূপে গণপতি প্রসঙ্গের প্রতিফলন ঘটেছে? প্রাচীন-মধ্যযুগের বাংলায় গণেশ যেভাবে রূপায়িত হয়েছেন, তার সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গণেশের পরিগ্রহণের নানা মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল গণেশের divinity-র লোপ। সবক্ষেত্রে না হলেও গণেশকে ঘিরে অনেকাংশেই লঘুরসের ব্যঙ্গকৌতুক এবং পরিহাস-রসিকতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই চরিত্রবদল নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

২৮। উনিশ-বিশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতায়, গল্প-উপন্যাসে, সমালোচনামূলক প্রবন্ধে গণপতি ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত নানা প্রসঙ্গ কীভাবে এবং কোন কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রূপায়িত হয়েছে?

২৯। সাহিত্য ছাড়াও সংস্কৃতির অন্যান্য প্রকরণে (চিত্রকলা, লোকনৃত্য, লোকশিল্প, পটচিত্র প্রভৃতি) গণেশ কীভাবে গৃহীত হয়েছেন?

৩০। বাংলায় কেন ‘গণেশ কাল্‌ট’ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপাসনাধারা হিসেবে গুরুত্ব পেল না? শৈব, বৈষ্ণব এবং শক্তি কাল্‌টের প্রভাব কীভাবে বাংলায় ‘গণেশ কাল্‌ট’-এর বিস্তারের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে?

অধ্যায় বিভাজন

প্রস্তাবনা

প্রথম পর্যায় : গজানন গণেশের দেবত্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রথম অধ্যায় গণপতি গণেশের বিবর্তন এবং দেবত্বের উদ্ভব

১.১ গণপতি অনেকান্ত

১.২ বিনায়ক কথা : বহু থেকে এক

১.৩ মহাকাব্যে গণেশ প্রসঙ্গ

১.৪ প্রাগার্য হস্তীদেবতার ঐতিহ্য ও গণপতি

১.৫ গণপতি, বিনায়ক ও হস্তীদেবতা থেকে গণেশ : একটি ক্রম-বিবর্তিত সমীকরণ

দ্বিতীয় অধ্যায় সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে গণপতি গণেশের ক্রমবিকাশ

২.১ পুরাণকথায় গণপতি প্রসঙ্গ

২.২ স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও মূর্তিকলায় গণপতি

২.৩ গণেশকেন্দ্রিক শাস্ত্রগ্রন্থ

২.৪ গণপতির রূপভেদ এবং গাণপত্য সম্প্রদায়

২.৫ জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে গণপতি

২.৬ সাধনমার্গীয় ব্যাখ্যায় গণপতি

দ্বিতীয় পর্যায় : বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গণপতি প্রসঙ্গ

তৃতীয় অধ্যায় গণপতি উপাসনা এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশ

৩.১ বঙ্গীয় লেখমালায় গণেশ

৩.২ পুরাণকথায় গণেশ প্রসঙ্গ

৩.৩ মূর্তিশিল্প এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্যে গণেশ

৩.৪ বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্যে গণপতি

৩.৫ স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাসনা এবং গণপতি

৩.৬ তন্ত্রমার্গে গণপতি প্রসঙ্গ

৩.৭ অনুবাদ সাহিত্যে গণপতি

৩.৮ মঙ্গলগীতে গণেশ প্রসঙ্গ

৩.৯ শাক্ত পদাবলীতে গণেশ প্রসঙ্গ

৩.১০ গণেশকেন্দ্রিক ব্রতাচার ও পূজাপার্বণ

চতুর্থ অধ্যায় বিবর্তনের ধারায় গণপতি এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পরিগ্রহণ

৪.১ কাব্য-কবিতায় গণেশ প্রসঙ্গ

৪.২ গল্প-উপন্যাস ও গদ্যধর্মী রচনায় গণপতি

৪.৩ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে গণপতি বিষয়ক চিন্তা-চর্চার হালহকিকত

পঞ্চম অধ্যায় বঙ্গসংস্কৃতির নানা পরিসর এবং গণপতি

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

চিত্রসূচি

বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়

অভিসন্দর্ভটি বিন্যস্ত হয়েছে দুটি পর্যায়ে— প্রথম পর্যায়ে সর্বভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে গণপতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর পুনর্গঠিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয় নির্দিষ্টভাবে বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির নানা প্রকরণে গণেশ কাল্‌টের স্বরূপ সন্ধান।

প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দুটি অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায় : গণপতি গণেশের বিবর্তন এবং দেবত্বের উদ্ভব

পাঁচটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত প্রথম অধ্যায়। ১.১ নং উপ-অধ্যায়ে (**গণপতি অনেকান্ত**) বৈদিক ঐতিহ্যে প্রাপ্ত 'গণপতি'-নামা দেবতাগণের গুণ ও কর্মের আলোচনার মধ্য দিয়ে কীভাবে তাঁদের বৈশিষ্ট্য পুরাণকালীন গজমুখ গণেশের ভাবকল্পনায় পূর্বসূত্র হিসেবে কাজ করেছে, সেই ধারণাগুলিকে সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে। পূর্বলব্ধ সিদ্ধান্তের পাশাপাশি পৌরাণিক গণপতির আদিকল্প (archetype) যে বৈদিক অগ্নির মধ্যে রয়ে গেছে, দুই দেবতার রূপ এবং ভূমিকার সমত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় পর্যায়ে বঙ্গদেশে পঞ্চোপাসনায় গণেশের বিলম্বিত অন্তর্ভুক্তির ছকটিকে প্রতিষ্ঠা করতে অগ্নি থেকে ব্রহ্মা হয়ে গণেশ পর্যন্ত এই archetypal continuity-র সূত্রটি আমাদের কাজে লাগবে। ১.২ নং উপ-অধ্যায়ে (**বিনায়ক কথা : বহু থেকে এক**) সূত্রসাহিত্য থেকে স্মৃতি-সংহিতার স্তর পর্যন্ত বিনায়ক বিষয়ক ধারণা কীভাবে বিবর্তিত হয়ে বহু বিনায়ক থেকে এক গণাধিপতির উদ্বর্তন ঘটেছে, তা দেখানো হয়েছে। ১.৩ নং উপ-অধ্যায়ে (**মহাকাব্যে গণেশ প্রসঙ্গ**) মূল *রামায়ণ* (খ্রি.পূ. তৃতীয় থেকে খ্রি. তৃতীয়) ও *মহাভারত*-এ (খ্রি.পূ. চতুর্থ থেকে খ্রি. চতুর্থ) আজকের গজমুখ গণেশ বর্তমান পরিচয়ে আদৌ আছেন কিনা, উল্লেখসহ তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১.৪ নং উপ-অধ্যায়ে (**প্রাগার্য হস্তীদেবতার ঐতিহ্য ও গণপতি**) গজমুখ গণেশের দেবত্বের বিকাশে প্রাগার্য হস্তীসংস্কৃতির উপাদান অথবা প্রাগৈতিহাসিক পর্বের বিভিন্ন উপজাতি বা জনজাতির টোটেম সংক্রান্ত ধারণা কীভাবে কাজ করেছে, সেই পূর্বনির্ণীত তথ্যগুলি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। ১.৫ নং উপ-অধ্যায়ে (**গণপতি, বিনায়ক ও হস্তীদেবতা থেকে গণেশ: একটি ক্রম-বিবর্তিত সমীকরণ**) এ যাবৎ আলোচিত 'গণপতি', 'বিনায়ক' এবং 'হস্তীদেবতা'-র পৃথক ঐতিহ্যাগত সূত্রগুলি কীভাবে খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে (মতান্তরে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক)

পুরাণ সংকলনের পর্বে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে এক নির্দিষ্ট দেবতার identity নির্মাণ করল, একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে সেই যোগবন্ধনের ধাপগুলি স্পষ্ট করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে গজানন গণেশের ক্রমবিকাশ

এই অধ্যায়ে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে গজানন গণেশের উত্তরোত্তর প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির স্তরগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। পুরাণ সংকলনের কালে এক স্বতন্ত্র দেবতা হিসেবে গজানন গণপতির পরিচয় নির্মাণের পর পঞ্চম শতক থেকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যানে গণেশ এবং সম্পর্কিত প্রসঙ্গগুলি কীভাবে পল্লবিত হয়ে উঠেছে, ২.১ নং উপ-অধ্যায়ে (**পুরাণকথায় গণপতি প্রসঙ্গ**) সেগুলি বিবেচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গণেশের জন্ম, বাল্যলীলা, বিবাহ, কর্মকৃতিত্ব এবং তাঁর উপাসনা ও মাহাত্ম্যের বিভিন্ন দিক মূলত বহির্বঙ্গীয় পুরাণের আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। ২.২ নং উপ-অধ্যায়ে (**স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও মূর্তিকলায় গণপতি**) ভারতীয় মূর্তিকলায় গণপতির রূপাবয়বের উপস্থাপন কীভাবে ঘটেছে, উল্লেখসহ তা আলোচিত হয়েছে। বিবিধ সংস্কৃত পুরাণকথার চৌহদ্দিতেই কেবল নয়, গণপতি কেন্দ্রীয় দেবতা যেসব পুরাণের ভাষ্যে, ২.৩ নং উপ-অধ্যায়ে (**গণেশকেন্দ্রিক শাস্ত্রগ্রন্থ**) সেই জাতীয় টেক্সটগুলির (*গণেশপুরাণ, মুদ্গলপুরাণ, গণপত্যথর্বশীর্ষ*) প্রতিপাদ্য প্রয়োজন সাপেক্ষে আলোচিত হয়েছে। গণেশকেন্দ্রিক শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে গণপতি প্রসঙ্গের অবতারণা কীভাবে একটি নির্দিষ্ট উপাসক সম্প্রদায়ের ধর্ম-দার্শনিক মতাদর্শকে পুষ্ট করেছে, এক্ষেত্রে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, মূর্তিভেদে গণপতি কেবল স্মার্ত পৌরাণিক পরম্পরাতেই প্রসিদ্ধ নন, তান্ত্রিকী ধারাতেও সমানভাবে গৃহীত। গাণপত্য কুলদেবতার বিভিন্ন রূপভেদ এবং তদনুসারী ছ'টি শাখা-সম্প্রদায়ের মতবাদ এবং বিশ্বাসের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা ২.৪ নং উপ-অধ্যায়ে (**গণপতির রূপভেদ এবং গাণপত্য সম্প্রদায়**) করা হয়েছে। পরবর্তী ২.৫ নং উপ-অধ্যায়ে (**জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে গণপতি**) বৌদ্ধধর্মে কোন কোন বৈশিষ্ট্যে এবং মাত্রায় গণেশ গৃহীত হয়েছেন, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাধক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণপতি-তত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে ২.৬ নং উপ-অধ্যায়ে (**সাধনমার্গীয় ব্যাখ্যায় গণপতি**)। গণেশের ধ্যানমন্ত্রের আপাত-সরল ব্যাখ্যার গভীরে যে নিহিতার্থ সম্পুটিত থাকে, সাধনমার্গীয় ব্যাখ্যার অনুসরণে সেই অন্তর্গূঢ় রহস্যকেই বোঝার চেষ্টা করেছি আমরা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচ্য মুখ্যত তিনটি বিষয়— এক, লেখপ্রমাণ, মূর্তিপ্রমাণ এবং সাহিত্যপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশে গণপতি উপাসনা; দুই, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপে গণপতি প্রসঙ্গের পরিগ্রহণ; তিন, সাহিত্য ছাড়া বঙ্গসংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে গণপতির রূপায়ণ।

তৃতীয় অধ্যায় : গণপতি উপাসনা এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশ

প্রাচীন বঙ্গদেশে সপ্তম শতকে গণপতির প্রথম উল্লেখ অভিলেখপ্রমাণের ভিত্তিতে ৩.১ নং উপ-অধ্যায়ে (**বঙ্গীয় লেখমালায় গণপতি প্রসঙ্গ**) নির্ণীত হয়েছে। এ ছাড়া অষ্টম-দ্বাদশ শতকের মধ্যে অন্যান্য অভিলেখ বা মূর্তিলেখের সূত্রে গণপতি উপাসনার চিহ্নগুলিকে আমরা লক্ষ করতে চেয়েছি। পরবর্তী ৩.২ নং উপ-অধ্যায়ে(**পুরাণকথায় গণপতি প্রসঙ্গ**) গুরুত্ব পেয়েছে পুরাণ-প্রমাণ। সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্বভারতীয় পুরাণ-পরম্পরায় গণপতি প্রসঙ্গ আলোচনার পর এই অংশে *দেবীপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মহাভাগবতপুরাণ* এবং *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*-এর সাহায্যে বঙ্গদেশীয় ধর্ম-সামাজিক প্রেক্ষিতে গণেশ কাল্‌টের গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়েছে। বিশেষত *দেবীপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ* এবং *মহাভাগবতপুরাণ*-এর সাক্ষ্যে পুরুষদেবতাংশে গণেশজন্মের পরিকল্পনা বঙ্গীয় গণেশ কাল্‌টের অন্যতর স্বাতন্ত্র্যকে চিনিয়ে দেয়। কেবল পার্বতীপুত্র হিসেবেই নয়, গণেশজন্মের প্রসঙ্গে শিব এবং বিষ্ণু – দুই দেবতার সংযোগই বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে। বঙ্গদেশে 'বাল গণেশ' বনাম 'বীর গণেশ'-এর উপস্থাপনা সংক্রান্ত বিতর্কে উদ্দিষ্ট পৌরাণিক উপাদানগুলি (*দেবীপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*) ব্যবহার করে অধুনাবিস্মৃত এক শৌর্যবীর্যদৃপ্ত গণপতিকে সনাক্ত করা যায়। যদিও প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে বিকশিত শক্তিমান গণপতির এই ঐশ্বর্যরূপটি পরবর্তী সময়ে শক্তিরঙ্গবঙ্গভূমিতে আর স্থায়িত্বলাভ করেনি। পরিবর্তে শক্তিসন্নিধানে বাল গণেশ বা সন্তান গণপতির মূর্তিটি বঙ্গদেশের পারিবারিক চালচিত্রের সঙ্গে মানানসইভাবে সাধারণ্যে এতই ছড়িয়েছে যে আদিপর্বের বাংলায় গণেশের virality-র সমান্তরাল মুদ্রাগুলি পরে কখনওই তেমন প্রধান হয়ে ওঠেনি। শক্তি কাল্‌টের প্রভাবাধীন হয়েই গণেশের একটি নমনীয়, বাৎসল্যরসস্নিগ্ধ ভাবমূর্তি বঙ্গীয় ধর্মমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা ছাড়া পুরাণ-প্রমাণে গণেশ প্রথম থেকেই শিব এবং বিষ্ণুর সঙ্গেও এমনভাবে অন্বিত যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেবতা হিসেবে তাঁর পরিচিতি বঙ্গীয় ঐতিহ্যে প্রতিক্ষেত্রেই বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আমরা পৌরাণিক আখ্যানের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই প্রবণতাগুলি খুঁজতে চেষ্টা করেছি। ৩.৩ নং উপ-অধ্যায়ে (**মূর্তিশিল্প এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্যে গণেশ**) প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের বাংলার বহু গণেশমূর্তির নিরিখে বঙ্গদেশে গণেশ উপাসনার ঐতিহাসিক চালচিত্রটিকে তুলে ধরা হয়েছে। গণেশের মূর্তিগত রূপায়ণের ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক

উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। আলোচনার কোনও কোনও পর্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ প্রমাণের ভিত্তিতে গণেশমূর্তির স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নগুলিকে বিবেচনা করেছি আমরা। ৩.৪ নং উপ-অধ্যায়ে (**বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্যে গণপতি প্রসঙ্গ**) একাদশ-দ্বাদশ শতকের কোষকাব্য বা সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহমূলক গ্রন্থে (*সুভাষিতরত্নকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত, আর্যাসপ্তশতী*) গণপতির বহুবিচিত্র রূপায়ণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কোনও ক্ষেত্রে তৎকালীন বঙ্গদেশের গণেশমূর্তির ভাবরূপের সঙ্গে মিলিয়ে গণেশের বর্ণনা-ধৃত রূপটির প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয় করা হয়েছে। স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাসনায় গণেশের অন্তর্ভুক্তির পরিপ্রেক্ষিতটি ৩.৫ নং উপ-অধ্যায়ে (**স্মার্ত হিন্দুর পঞ্চোপাসনা এবং গণপতি**) দেবতত্ত্বের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি আমরা। উল্লেখ্য, ভারতব্যাপী পঞ্চোপাসনায় নবম শতক থেকে গণপতি আদিপূজ্যরূপে স্বীকৃত হলেও বঙ্গদেশের ধর্মীয় প্রেক্ষিতে প্রথম পূজ্যের স্থানলাভ করতে তাঁকে অন্তত পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আদিপর্বের বঙ্গদেশে গণেশ ছিলেন শৈবগোষ্ঠীর অন্তর্গত ক্ষেত্রপাল জাতীয় দেবতা। মৈথিল স্মৃতিনিবন্ধ প্রমাণে দিকবন্ধনে তাঁকে স্মরণ করে সাধনবিঘ্ন এড়ানো হত। স্মার্ত হিন্দুর ধর্মাচারে পঞ্চদেবতার প্রথম স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন অগ্নি। রঘুনন্দন-পূর্ব যুগে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণে তাই গণেশ নন, অগ্নিই আদিপূজ্য। গাঙ্গেয় সমভূমিতে হিন্দু বাঙালির identity-র অন্যতম রূপকার রঘুনন্দন বঙ্গদেশে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের অসম্ভাব্যতা বুঝে এবং পরম্পরামাফিক শ্রুতির অগ্নির পৌরাণিক সাপ্লিমেন্ট ব্রহ্মা হলেও পুরাণ-প্রমাণে ব্রহ্মা কলিতে অপূজ্য বলে বৈদিক অগ্নিকে পৌরাণিক গণেশের দ্বারা ব্যবস্থিত করেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশে স্মার্ত ধারার সমান্তরালে তন্ত্রমার্গে গণেশের প্রতিষ্ঠার সূত্রগুলি ৩.৬ নং উপ-অধ্যায়ে (**তন্ত্রমার্গে গণপতি প্রসঙ্গ**) পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সাহিত্যপ্রমাণ (*শারদাতিলক, মহানির্বাণ, প্রাণতোষিণী, পুরশ্চরণরত্নাকর, মন্ত্রমহোদধি, আগম-তত্ত্ব-বিলাস, বৃহৎ তন্ত্রসার* প্রভৃতি) এবং মূর্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম-পূর্ব বঙ্গদেশে তান্ত্রিক গণপতির একটি ধর্ম-পরম্পরাগত বিকাশের ধারা খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা। মধ্যযুগের ধর্মীয় ঐতিহ্যে আমরা সাহিত্যপ্রমাণের ভিত্তিতে গণপতির অবস্থানটিকে বোঝার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে ৩.৭ নং উপ-অধ্যায়ে (**অনুবাদ সাহিত্যে গণপতি**) প্রধান দুটি অনুবাদ কাব্য *কৃত্তিবাসী রামায়ণ* এবং *কাশীদাসী মহাভারত*-এর সূত্রে গণেশের রূপায়ণের চিহ্নগুলি লক্ষ করা হয়েছে। পরবর্তী ৩.৮ নং উপ-অধ্যায়ে (**মঙ্গলগীতে গণেশ প্রসঙ্গ**) মঙ্গলগীতে গণেশের উপস্থাপনার মাত্রাগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে। পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক ঐতিহ্যের অনুসরণে ব্রহ্মতত্ত্ব হিসেবে গাণপত্য কুলদেবতার ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপটি যেমন মঙ্গলগীতের কবিদের হাতে চর্চিত, তেমনই সন্তানরূপে শিব-পার্বতী পরিবারে গণেশের এক মানবীয় চিত্রণও ক্ষেত্রবিশেষে ধরা পড়েছে। প্রারম্ভিক

অংশের বন্দনাতেই তিনি কেবল আটকা নন, দেবখণ্ডের মধ্যে কখনও কখনও গণেশ জন্মের প্রসঙ্গ অথবা শিব-দুর্গার পরিবারে বালরূপী গণেশের অন্নপানের বর্ণনা পৌরাণিক অনুষঙ্গ হিসেবেই গৃহীত। জন্মবৃত্তান্ত ও অঙ্গসৌষ্ঠবের বর্ণনা ছাড়াও গণেশের আয়ুধ, বাহন এবং লীলাঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখের মধ্য দিয়ে গজানন গণেশের একটি সম্পূর্ণ পরিচয় মঙ্গলগীতের বন্দনাভাগে তৈরি হয়েছে। গণেশের মূর্তিগত উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও এই বন্দনা-ধৃত বর্ণনাগুলি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক মনে হয়। ৩.৯ নং উপ-অধ্যায়ে (**শাক্তপদাবলীতে গণেশ প্রসঙ্গ**) শাক্ত-পদাবলীর ঐতিহ্যে গণেশের উপস্থাপনা মেনকা-উমার মতোই গৌরী-গণেশের perspective থেকে বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের একটি সমান্তরাল পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে। অষ্টাদশ বা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পদকর্তাদের রচনা এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কেবলমাত্র বালরূপেই নয়, পূর্ণতত্ত্ব হিসেবে গজানন গণেশের বিরাটত্বের উদযাপনও ক্ষেত্রবিশেষে ঘটেছে। আসলে বঙ্গীয় ঐতিহ্যে গণেশের উপস্থাপনায় সবসময় এই দ্বিধা কাজ করেছে। একদিকে ভারতীয় ধর্মের প্রেক্ষাপটে গাণপত্যের গণেশ তাঁর পূর্ণপ্রভায় আসীন, বিঘ্নহর্তা এবং প্রথমপূজ্যরূপে তাঁকে উপেক্ষা করা সহজ নয়; অন্যদিকে বঙ্গদেশের মৌল প্রবণতা অনুযায়ী দেবতাকে মানবায়িত রূপে একটি সাংসারিক চালচিত্রে সংস্থাপন, তাঁকে আরও নিকটে দেখার বাসনা। কিন্তু বিশেষভাবে গণেশের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রবণতাটাই সাধারণ্যে স্থায়ী হয়ে গেছে। তা ছাড়া শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত এই তিন ধর্মকাল্‌টের প্রবল প্রতিপক্ষপতার মুখে পড়ে গণেশকে কিছুটা বাধ্যত-ও অন্য দেবতাদের দ্বারা অধিভুক্ত হতে হয়েছে। ৩.১০ নং উপ-অধ্যায়ে (**গণেশকেন্দ্রিক ব্রতাচার এবং পূজা-পার্বণ**) বাংলার ধর্মীয় ঐতিহ্যে গণেশকেন্দ্রিক ব্রতাচার এবং পূজা-পার্বণের চিহ্নগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে শান্তিপুরের সুত্রাগড়ে (এলাকায় প্রচলিত বানান অনুসারে 'সুত্রাগড়'-ই রাখা হয়েছে) বাংলার একমাত্র গণেশ মন্দিরের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেখানে গণেশমূর্তির বিশেষত্ব এবং গণেশের পূজা বা উপাসনার বিভিন্ন দিকও এই পর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : বিবর্তনের ধারায় গণপতি এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গণপতি প্রসঙ্গের পরিগ্রহণ

মধ্যযুগের বঙ্গদেশে বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রকরণে গণপতি যে ঐতিহ্যানুগ ধারায় উপস্থাপিত হয়েছেন, আঠারো পেরিয়ে উনিশ শতকে তাঁর রূপায়ণে স্বভাবতই একধরনের যুগগত পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলা সাহিত্যে গণেশের উপস্থাপনায় আমরা দু'ধরনের প্রবণতা লক্ষ করেছি। এক, ধর্মসাহিত্যের চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে এবং নির্দিষ্ট সংরূপের দাবি মেনেও গজানন গণেশের দেবত্বের প্রথামাফিক উদযাপন; দুই, দেবতার মানবায়ন তো বটেই, পাশাপাশি পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট টেক্সটে দেবতা বা তৎকেন্দ্রিক

কোনও প্রসঙ্গের ভিন্নধর্মী প্রয়োগ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই দেবতাকে যথাসম্ভব de-divinize করে সমকালের প্রবণতাগুলি মাথায় রেখেই দেবতার চারিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। উনিশ শতকে এই ধরনের নবনির্মাণের দৃষ্টান্ত তুলনায় কম মিললেও বিশ শতকের গদ্য-আখ্যানে গণপতি প্রসঙ্গ বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া দেহরূপের চমৎকারিত্বে এবং ভোজনপ্রিয়তার গুণে তাঁকে ঘিরে ব্যঙ্গ-কৌতুকের আবহও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নিয়ত গড়ে উঠেছে। সে'সব ক্ষেত্রে দেবত্ব খুইয়ে লঘুরসে জারিত হয়েই গণেশ প্রকাশিত হয়েছেন। গল্পে-উপন্যাসে তো বটেই, শারদীয় পত্র-পত্রিকায়, পূজাবার্ষিকীতে অথবা বিজ্ঞাপনের দুনিয়াতেও গণেশের এমন উপস্থাপনা চোখে এড়ায় না। ৪.১ নং উপ-অধ্যায়ে কাব্য-কবিতায় গণেশের রূপাঙ্কনের আলাদা আলাদা প্রেক্ষিতগুলিকে বুঝতে চেয়েছি আমরা। যেমন, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের *কোমল-কবিতা*-য় গতানুগতিক অধ্যাত্মসীমায় গণেশ যেভাবে চর্চিত হয়েছেন, দেবেন্দ্রনাথ সেনের *গণেশ মঙ্গল*-এর approach তার থেকে আলাদা। এখানে গণেশের দেবত্বের ধারণা পূর্ণরক্ষিত হলেও উনিশ শতকীয় গীতিকাব্যের দাবি মেনে গণেশের সামনে কবির individuality-র উন্মোচন টেক্সটের মূল সুর হয়ে উঠেছে। আরও পরবর্তী সময়ে জয় গোস্বামী অথবা ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতায় গণেশ প্রসঙ্গ শুধুমাত্র দেবতার প্রচ্ছদই নির্মাণ করে না, গণেশের আধারে জীবনবোধের নানা সূক্ষ্ম পরত-ও মিশতে থাকে। ৪.২ নং উপ-অধ্যায়ে গল্প-উপন্যাস এবং অন্যান্য গদ্য-আখ্যানে গণপতি কীভাবে এবং কোন কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সময়োচিত মুদ্রায় উপস্থাপিত হয়েছেন, তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। কেবলমাত্র শিশুতোষ আখ্যানেই নয়, গোয়েন্দা গল্পেও গণেশমূর্তি একটি recurrent motif হিসেবে বারবার ফিরে আসে। আসলে দেবতা হিসেবে গণেশের প্রসঙ্গ বা মূর্তিপ্রতীকে তাঁর অবতারণা— দুটোই আখ্যানে বিবিধ সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়। এর গভীরে ধরা থাকে জীবনের নানা পরিপ্রেক্ষিতে মনুষ্যবৃত্তির রকমফের। আমরা এই চিহ্নগুলি লক্ষ করেছি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বনফুল, মহাশ্বেতা দেবী, সত্যজিৎ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অদ্রীশ বর্ধন, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, স্বপ্নময় চক্রবর্তী সহ অন্যান্যদের লেখায়। ৪.৪ নং উপ-অধ্যায়ে উনিশ-বিশ শতকের পত্র-পত্রিকায় ও অন্যান্য প্রবন্ধ সংকলনে গণপতি বিষয়ক চিন্তা-চর্চার মধ্যে কোন কোন দিক প্রাধান্য পেয়েছে, কত বিচিত্ররকম dimension থেকে গণপতি প্রসঙ্গের মূল্যায়ন করেছেন প্রাবন্ধিকরা, তার ব্যাখ্যাও উপস্থিত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : বঙ্গসংস্কৃতির নানা পরিসর এবং গণপতি

কেবলমাত্র সাহিত্য মাধ্যমেই নয়, বঙ্গসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণেও গণপতি অবলীলায় প্রকাশমাধ্যম খুঁজে নিয়েছে।

লোকশিল্পের বিভিন্ন উপকরণে, ছৌ প্রভৃতি লোকনৃত্যের প্রারম্ভিক পর্যায়ে বন্দনা-নৃত্যের মধ্যে, পটচিত্রকলায়, এমনকী ধ্রুপদী চিত্রকলাতেও গণপতি সমান অর্থে প্রাসঙ্গিক। হিন্দুর দেবায়তনে গণেশ ছাড়া বোধহয় আর কোনও দেবতা নেই যিনি গৃহসজ্জার উপকরণ থেকে মাঙ্গলিক দ্রব্যে, প্রসাধন-বিশ্ব থেকে অলংকার-সজ্জায়, পোশাক-পরিচ্ছেদ থেকে শিল্পচর্চার অন্দরমহলে এত তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। সংস্কৃতির প্রায় সমস্ত প্রকরণে এই অন্তর্ভুক্তির কারণ সম্ভবত ওই বিশেষ আকর্ষণীয় দেহসৌষ্ঠব এবং ভাবরূপের মধ্যে থাকা এমন একটি সারল্যের উদ্ভাস, যার সঙ্গে ভক্ত-সাধারণ সহজেই সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। দেবতা বলতেই যে ভয়-ভক্তিমিশ্রিত একটা দূরত্বের বোধ অনেকের মধ্যেই কাজ করে, গণেশের সহজ স্বাভাবিক প্রকাশরূপের ক্ষেত্রে সেটা অনায়াসেই অতিক্রান্ত হয়ে যায়, যে কারণে শিশু-মনস্তত্ত্বের সঙ্গেও গণেশের অবারিত সংযোগ। এককথায় বাল গণেশ বাংলার সংস্কৃতি-শিল্পে এতই অমোঘ যে, একমাত্র কৃষ্ণ বা গোপাল ছাড়া তাঁর আর কোনও দ্বিতীয় প্রতিযোগী পাওয়া দুষ্কর। গণেশ সর্বত্রগামী এবং সহজসাধ্য বলেই শিল্পের বিভিন্ন প্রকরণে হরেক কিসিমের মুদ্রায়, বিচিত্র সব ভঙ্গিতে তাঁর রূপদান করা সম্ভব। এই ধরনের রূপায়ণ সবসময়ই যে শাস্ত্রীয় ধাঁচা মেনে হয়, তা নয়, অনেকক্ষেত্রেই শিল্পীমনের কল্পনা মিশে থাকে এর গড়নে। এই অধ্যায়ে গণেশের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে আমরা বঙ্গসংস্কৃতির নির্দিষ্ট কতকগুলি পরিসরে তাঁর উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলি খোঁজার চেষ্টা করেছি।

বঙ্গদেশে গণেশ কাল্‌ট গৌণ ধর্মধারা ঠিকই, কিন্তু হিন্দু বাঙালির ধর্মজীবনে এবং সংস্কৃতি-চর্চার বহুক্ষেত্রেই গণেশের সসম্মান অধিষ্ঠান। প্রথমপূজ্য, বিঘ্নহর্তা এবং সিদ্ধিদাতা হিসেবে তাঁর প্রাধান্য সর্বত্র। সামাজিক ক্ষেত্রে উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রাচুর্যে অথবা আড়ম্বরে তাঁর ভূমিকা বঙ্গদেশে কিছুটা সীমাবদ্ধ। অন্যান্য ধর্মকাল্‌টের তুলনায় একক প্রভুত্বে হয়তো একটু পিছিয়ে, কিন্তু সামগ্রিক ধর্মচর্যায় তিনি বাধ্যতামূলক বলেই অনতিক্রম্য।

সামগ্রিক কর্ম-পরিকল্পনা

গবেষণার পদ্ধতি : সমগ্র অভিসন্দর্ভটি Mixed Method Approaches-এর আশ্রয়ে রচিত। প্রথম পর্যায়ে গজানন গণপতির ধারণার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট রচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় মূলত 'বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি' (Descriptive Research Method) অবলম্বন করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে বেদ, উপনিষদ, সূত্রসাহিত্য, স্মৃতি-সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রমূলক গ্রন্থের প্রমাণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি' (Text Analytical Method) অনুসৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের আলোচনা বঙ্গদেশের ধর্ম-সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রেক্ষিত ধরেই এগিয়েছে। এক্ষেত্রে 'বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি' অনুসৃত তো হয়েছেই, পাশাপাশি বঙ্গদেশে রচিত ও সংকলিত বিভিন্ন পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র, নিবন্ধ, কোষকাব্য, তন্ত্রশাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি থেকে উপাদান আহরণের ক্ষেত্রে 'পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি'-র সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র তৃতীয় অধ্যায়ের ৩.৩ নং উপ-অধ্যায়ে (মূর্তিশিল্প এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্যে গণেশ) এবং ৩.১০ নং উপ-অধ্যায়ে (গণেশকেন্দ্রিক ব্রতাচার ও পূজা-পার্বণ) অঞ্চলভিত্তিক উদাহরণগুলির ক্ষেত্রে Survey Method (questionnaires, interviews and random data sampling) অবলম্বন করা হয়েছে। তা ছাড়া দ্বিতীয় পর্যায়ের বেশিরভাগ অংশেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন টেক্সট এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন টেক্সট থেকে গণপতি প্রসঙ্গ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে 'পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি' এবং 'তুলনামূলক পদ্ধতি' (Comparative Method) প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে।

স্টাইল শিট : উল্লেখসূচিএবং গ্রন্থপঞ্জির ক্ষেত্রে MLA HANDBOOK-এর নবম সংস্করণ-এ (April, 2021) প্রদত্ত বিধি অনুসৃত হয়েছে।

বানানবিধি : অভিসন্দর্ভের বানানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত বাংলা বানানবিধি মান্যতা পেয়েছে, যদিও উদ্ধৃতির বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

সময়সীমা : প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশে সাহিত্য-প্রমাণ হিসেবে যে সব উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে, সময়কালের ভিত্তিতে সেগুলি সপ্তম-অষ্টম থেকে অষ্টাদশ শতকের অন্তর্বর্তীকালীন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গণেশ প্রসঙ্গের নানা রূপ খুঁজতে যেসব টেক্সট নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলি উনিশ শতক থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

সংস্কৃত :

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, অনুবাদক, জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন, সম্পাদক, *মহানির্ব্বাণ তন্ত্র*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদক, *শিবপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদক, *স্কন্দপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদক, *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদক, *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদক, *পদ্মপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১২ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদক, *লিঙ্গপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদক, *বরাহপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদক, *দেবীপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদক, *মৎস্যপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদক, *বামনপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদক, *ব্রহ্মপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদক, *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদক, *অগ্নিপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চানন শাস্ত্রী, সম্পাদক ও অনুবাদক, *আগম-তত্ত্ব-বিলাস*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৫।

পঞ্চানন শাস্ত্রী, সম্পাদক ও অনুবাদক, *শারদাতিলকতন্ত্র*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

বিষ্ণুপ্রসাদ ভাণ্ডরী, সম্পাদক, *বীরমিত্রোদয় সময়প্রকাশ*, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৮৫।

মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, অনুবাদক, *মদনপারিজাত স্মৃতিসংগ্রহ*, কলকাতা: গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে শশিভূষণ ভট্টাচার্যের দ্বারা মুদ্রিত, ১৮৯৬।

মহেশচন্দ্র যোশী, সম্পাদক ও অনুবাদক, *গণেশপুরাণ*, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ২০১৪।

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, *অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব*, নলিনীকান্ত মিশ্র ও অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সদেশ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, *আহ্নিকতত্ত্ব*, ত্রৈলোক্যনাথ ভাগবতভূষণ সম্পাদিত, কলকাতা: বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেশিন প্রেসে বিহারীলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, *তিথিতত্ত্ব*, অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, সদেশ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

রমেশচন্দ্র দত্ত, অনুবাদক, *ঋগ্বেদ সংহিতা* (১ম ও ২য় খন্ড), হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬।

রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার, অনুবাদক, *বৃহৎ তন্ত্রসার*, নবভারত পাবলিশার্স, ২০১০।

রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার, সংকলক, *প্রাণতোষণী তন্ত্র*, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯২৮।

শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি, *ভবদেবপদ্ধতি*, বেণীমাধব শীলস্ লাইব্রেরি, চতুর্থ সংস্করণ, সাল অনুল্লিখিত।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, *স্মৃতিচিন্তামণি*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

বাংলা :

অচিন্ত্য বিশ্বাস, সম্পাদক, *বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল*, অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০০৯।

অচিন্ত্য বিশ্বাস, সম্পাদক, *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল*, রত্নাবলী, ২০০২।

অমরেন্দ্রনাথ রায়, সম্পাদক, *শাক্ত পদাবলী [চয়ন]*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১।

অক্ষয়কুমার কয়াল, ও চিত্রা দেব, সম্পাদকগণ, *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল*, লেখাপড়া, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।

অক্ষয়কুমার কয়াল, সম্পাদক, *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল*, ভারবি, ২০১১।

তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, সম্পাদক, *নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৭।

পীযূষকান্তি মহাপাত্র, সম্পাদক, *ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

বিজিতকুমার দত্ত, ও সুনন্দা দত্ত, সম্পাদকগণ, *মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত ধর্মমঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও সজনীকান্ত দাস, সম্পাদকগণ, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, পঞ্চম

সংস্করণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

যোগীনাথ হালদার, সম্পাদক, *রামেশ্বর ভট্টাচার্য-বিরচিত শিব সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭।

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, সম্পাদক, *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।

সুকুমার সেন, সম্পাদক, *কবিকঙ্কণ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৩।

সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, সম্পাদক, *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, *কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ*, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, *দাশরথি রায়ের পাঁচালী*, কলকাতা: বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেস, ১৯০২।

ইংরেজি আখ্যাপত্রে ও ভূমিকা-অনুবাদসহ সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাংলা আকর গ্রন্থ

সংস্কৃত :

D. D. Kosambi, and V. V. Gokhale, editors. *The Subhasitaratnakosa*, Harvard University Press, 1957.

Durgaprasad, and Kasinath Pandurang, editors. *The Arya-Saptasati of Govardhanacharya*, Bombay: Nirnaya-Sagara Press, 2nd revised edition, 1895.

Kamal Krisna Smritibhusana, editor. *Varsa Kriya Kaumudi*, The Asiatic Society, 1902.

Suresh Chandra Banerjee, editor. *Sadukti-Karnamrita of Sridharadasa*, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1965.

Tattvavidananda Saraswati, Commentator, *Ganapati Upanisad*, DK Print World, 2nd revised edition in 2006, 4th impression of the revised edition, 2021.

বাংলা :

Biman Behari Majumdar, editor. *Gauri Mangala*, The Asiatic Society, 1971.

Sukumar Sen, editor. *Visnu Pala's Manasa-Mangala*, The Asiatic Society, 1968

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা :

অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *রচনাসংগ্রহ*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩।

অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়, *পুরাণ পরিচয়*, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা: লি:, ১৯৭৭।

অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (দ্বিতীয় ভাগ), কলকাতা: নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮৯ সন।

আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ২০০৯।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, *প্রতিমাশিল্পে হিন্দু দেবদেবী*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০।

গিরীন্দ্রশেখর বসু, *পুরাণ প্রবেশ*, বিবেকানন্দ বুক স্টোর, ২০০৭।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পঞ্চোপাসনা*, কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন*, নিউ এজ পাবলিশার্স, ভাদ্র ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, *বৈদিক দেবতা*, বিশ্বভারতী, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

শম্ভুনাথ কুণ্ডু, *প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* (দ্বিতীয় পর্ব), ফার্মা কে. এল. (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৯৬০।

ইংরাজি :

Apte, Vaman Shivram, editor. *The practical Sanskrit Dictionary.* Motilal Banarasidass Publishers, fourth revised and enlarged edition, 1965.

Bailey, Greg, editor and translator. *Ganesapurana: Introduction, translation, notes and index.* Motilal Banarasidass, 2017.

Banerjee, Jitendranath. *The Development of Hindu Iconography.* Munshiram Monoharlal Publishers, 1956.

Bhattacharya, Haridas, editor. *The Cultural Heritage of India*, vol. 4, The Ramkrishna Mission Institute of Culture, 1956.

Brown, Robert, editor. *Ganesh: Studies of an Asian God.* State University of New York Press, 1991.

Chinmayananda, Swami. *Glory of Ganesa.* Central Chinmaya Mission Trust, 1987.

Courtright, B. Paul. *Ganesa: Lord of Obstacles, Lord of Beginnings.* Oxford University Press, 1985.

Getty, Alice. *Ganesa: A Monograph on the Elephant-Faced God.* Munshiram Monoharlal, 1936.

Grierson, G. A. 'Ganapatyas'. *Encyclopaedia of Religion and* Ethics. Edited by James Hastings, 2nd impression, vol. 6, T. & T. Clark, 1919.

Grimes, John A. *Ganapati: Song of the Self.* SUNY series in Religious Studies. State University of New York, 1995.

Hazra, R. C. *Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs.* The University of Dacca, April 1940.

Hazra, R. C. *Studies in the Upapurans.* Vol. II (Sakta and Non-sectarian Upapurans). Sanskrit College, Calcutta Sanskrit College Research Series No. XXII, 1963.

Heras, H. *The Problem of Ganapati.* Indological Book House, 1972.

Jagannathan, Shakunthala, and Krishna, Nanditha. *Ganesha: The auspicious...The beginning.* Vakils Feffer and Simons Limited, May 2009.

Jagannathan, T. K. *Sri Ganesha: Elephant-headed God of Mangalam.* Pustak Mahal, 2009.

Kennedy, Vans. *Researches into the Nature and Affinity of Ancient and Hindu Mythology.* Printed for Longman, Rees, Orme, Brown and Green, 1831.

Krishan, Yuvraj. *Ganesa: Unravelling an Enigma.* Motilal Banarasidass, 1999.

Krishna, Murthy, K. *Mythical Animals in Indian Art.* Abhinav Publications, 1985.

Mani, Vettam. *Puranic Encyclopaedia.* Motilal Banarasidass, 1975.

Mate, M. S. *Temples and Legends of Maharashtra.* Bharatiya Vidya Bhavan, 1962.

Mitra, Haridas. *Ganapati.* Visva-Bharati, January 1960.

Patnaik, Devdutt. *Thoughts on Ganesha.* Jaico Publishing House, 2014.

Rao, T. G. N. *Elements of Hindu Iconography* (Vol. I - IV). Motilal Banarasidass, 2017.

Thapan, Anita Raina. *Understanding Ganapati: Insights into the dynamics of a cult.*

Manohar Publishers, 1997.

Wilkins, W. J. *Hindu Mythology, Vedic and Puranic.* Thacker, Spink & Co., Government Place, Illustrated, 1882.

Wilson, H. H. *Sketch of the Religious Sects of the Hindus* (1832/1846), Bishop's College Press, M. D CCC. XLVI.

পত্রিকায় প্রকাশিত নির্বাচিত প্রবন্ধ

বাংলা :

সনৎকুমার মিত্র, সম্পাদক, 'গণেশ ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা, *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৪০৮।

ইংরাজি :

Hazra, R. C. 'Ganapati-Worship, and the Upapuranas Dealing with it'. *The Journal of the Ganganatha Jha Research Institute*, vol. 5, Issue 4, Ganganath Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeeth, 1948.

Hazra, R. C. 'Ganesa-Purana'. *The Journal of the Ganganatha Jha Research Institute*, vol. 9, Ganganath Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeeth, 1951-52.

Michael, S. M. 'The Origin of the Ganapati Cult'. *Asian Folklore Studies*, vol. 42, No. 1, Nanzan University, 1983.